গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
চিকিৎসা শিক্ষা-১ শাখা।
বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা
www.mohfw.gov.bd

নং-স্বাপকম/চিশিজ-১/শিক্ষানীতি-০৫/২০০৩(অংশ)/ ২০৪ তারিখঃ ৬২/০৫/২০১২

বিষয়ঃ দেশের অভ্যন্তরে স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা/ প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত প্রেষণ নীতিমালা-২০১২

চিকিৎসকদের পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য উচ্চ শিক্ষার বিকল্প নেই। চিকিৎসকগণ স্নাতক ডিগ্রী অর্জনের পর পরই সরকারী চাকুরীতে যোগদান করেন। তারপর তারা প্রেষণ বা শিক্ষা ছুটির মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে থাকেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও ইনষ্টিটিউট সমূহের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে সরকারী চিকিৎসকদের বাইরেও অন্যান্যদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ রয়েছে। অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, অনেক সরকারী চিকিৎসক দীর্ঘ মেয়াদে ছুটি গ্রহণ করে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকেন, অনেকে যথাসময়ে বিভিন্ন পর্যায়ে উত্তীর্ণ না হতে পারার কারণে বার বার প্রেষণ বা অসাধারণ ছুটি গ্রহণ করেন। বাস্তবে একদিকে প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তা প্রেষণ/ ছুটিতে গমন করেন। অন্যদিকে অনেকে যথাযথ শৃঙ্খলার অভাবে নির্দিষ্ট মেয়াদের অধিক সময় উচ্চ শিক্ষার জন্য অতিবাহিত করেন। এতে করে বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তা ডিউটি পোষ্টের বাইরে অবস্থান করেন, যে কারণে মাঠ পর্যায়ে চিকিৎসকের সংকট দেখা দেয়। সমগ্র দেশব্যাপী, বিশেষ করে গ্রামে তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রগুলোতে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য এ ধরনের অসংগতি দূর করা প্রয়োজন। আবার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের চাহিদা পূরণ এবং সেবার মান উন্নতকরণের লক্ষ্যে সরকার চাকুরীরত তরুণ চিকিৎসকদের জন্য উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত রাখা দরকার। সে কারণে স্বাস্থ্য খাতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন চিকিৎসকদের দেশের অভ্যন্তরে স্নাতকোত্তর উচ্চশিক্ষা/ প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে সুষম ও ভারসাম্যমূলক এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

২. সংজ্ঞা

(ক) **উচ্চ শিক্ষা/ প্রশিক্ষণঃ** এই নীতিমালায় উচ্চ শিক্ষা/ প্রশিক্ষণ বলতে এমবিবিএস/বিডিএস বা সমমানের ডিগ্রীর পরে পরিশিষ্ট- ক তে বর্ণিত ডিগ্রী/ডিপ্লোমা সমূহকে বোঝাবে;

(খ) **প্রেষণঃ** এই নীতিমালায় প্রেষণ বলতে উচ্চ শিক্ষার জন্য অনুমোদিত প্রেষণ বোঝাবে;

(গ) **জেনারেল ডিগ্রীঃ** এই নীতিমালায় জেনারেল ডিগ্রী বলতে মূল বিষয়ে যথা মেডিসিন, সার্জারী, ও পেডিয়াটিক্স, অবসটেট্রিক এন্ড গাইনিকোলজি ডিগ্রী অর্জন করা বোঝাবে;

(ঘ) **সাব-স্পেশালিটি** (Sub-speciality): সাব-স্পেশালিটি বলতে পরিশিষ্ট -খ তে বর্ণিত উচ্চতর ডিগ্রী সমূহকে বোঝাবে;

(ঙ) **শিক্ষা ছুটি**: শিক্ষা ছুটি বলতে বাংলাদেশ চাকুরী বিধিমালার পার্ট-১ এর বিধি ১৯৪ এবং এফ আর-৮৪ এর আওতায় শিক্ষা ছুটিকে বোঝাবে;

(চ) **অসাধারণ ছুটি**: অসাধারণ ছুটি বলতে ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর ৯(৩) (১) উপ-বিধি এর আওতায় অসাধারণ ছুটিকে বোঝাবে;

(ছ) **প্রশিক্ষণ পদঃ** মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বিশেষায়িত হাসপাতাল সমূহের বহিঃ-অন্তঃজরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎসকদের পদ (আরএস/ আরপি পদ ব্যতিত) প্রশিক্ষণ পদ হিসাবে বিবেচিত হবে এবং চিকিৎসা কার্যক্রম Unit Approach হিসেবে বিবেচিত হবে (স্বাস্থ্য সার্ভিসে কর্মকর্তাদের বদলী/ পদায়ন নীতিমালা ২০০৮ এর অনুচ্ছেদ নং-৩.৫)।

৩. প্রেষণের যোগ্যতা

(ক) ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে চাকুরীর মেয়াদ ন্যূনতম ০২ (দুই) বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর রাজস্ব বাজেটের অধীনে বা রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত প্রকল্পে কর্মরত চিকিৎসকগণকে এ নীতিমালার অন্যান্য শর্ত পূরণ সাপেক্ষে বিভিন্ন কোর্সে/প্রশিক্ষণে প্রতিষ্ঠানিক চাহিদা (Organisational need) অনুযায়ী চিকিৎসকগণকে প্রেষণ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে (স্বাস্থ্য সার্ভিসে কর্মকর্তাদের বদলী/ পদায়ন নীতিমালা ২০০৮ এর অনুচ্ছেদ নং-৪.১)। তবে প্রশাসনিক প্রয়োজনে যদি কোন চিকিৎসককে উপজেলা পর্যায়ে পদায়ন করা হয় সেক্ষেত্রে তিনিও আবেদন করতে পারবেন।

(খ) এডহক ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত চিকিৎসকগণ এই নীতিমালার শর্তাবলী পূরন সাপেক্ষে প্রেষণ প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

(গ) কোন প্রার্থী কোন বিষয়ে নিম্নতর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রাপ্ত হলে পরবর্তীতে উক্ত বিষয় ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে উচ্চতর কোর্সে অধ্যয়ন করার জন্য তিনি কোন প্রকার প্রেষণ বা ছুটি পাবেন না। উদাহরণ- কোন প্রার্থী গাইনী ও অবসঃ বিষয়ে ডিপ্লোমা (যেমন- ডিজিও)করলে তিনি উক্ত বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রী এমএস/ এমডি/ এফসিপিএস করার সুযোগ পাবেন।

(ঘ) উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করার পর কোন প্রার্থীর নিম্নতর কোর্সে অধ্যয়নের আবেদন বিবেচনা করা হবে না। যেমন- কোন প্রার্থী এমএস, এমডি, এমফিল, পিএইচডি, এফসিপিএস কোর্স সম্পন্ন করার পর ডিপ্লোমা বা সমমানের অন্য কোন কোর্সের জন্য বিবেচিত হবে না।

(ঙ) কোন প্রার্থী কোন বিষয়ে স্নাতকোত্তর পরীক্ষা যেমন-ডিপ্লোমা বা সমপর্যায়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ডিগ্রী অর্জনের ৩ বৎসর পর একই বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রী যেমন- এমএস/ এমডি/ এমফিল/ এফসিপিএস সমপর্যায়ের ডিগ্রী অর্জনের জন্য প্রেষণ প্রাপ্য হবেন ।

(চ) একজন চিকিৎসক যে কোন একটি বিষয়ে এমডি/ এমএস/ এফসিপিএস/ এমফিল ডিগ্রী অর্জন করতে পারবেন। একটি ডিগ্রী অর্জনের পর তিনি কোন অবস্থাতেই একই বিষয়ে (পিএইচডি/ সাব-স্পেশালিটি ছাড়া) অথবা অন্য কোন বিষয়ে ডিগ্রী অর্জনের জন্য প্রেষণ/ শিক্ষা ছুটি/ অসাধারণ ছুটি ইত্যাদি প্রাপ্য হবেন না।

(ছ) কোন প্রার্থী কোন একটি কোর্সে কোর্স আউট/ স্বেচ্ছায় কোর্স ত্যাগ করলে বা প্রেষণ বাতিল করলে ঐ প্রার্থী আর কোন কোর্সের জন্য প্রেষণ বা কোন প্রকার ছুটি পাবেন না ।

(জ) কোনো প্রার্থীর বয়স ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) বছর উত্তীর্ণ হলে তিনি প্রেষণ পাওয়ার যোগ্য হবেন না । তবে কোর্স সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনে শিক্ষাছুটি মঞ্জুর করা যাবে ।

(ঝ) কোনো প্রার্থীর বয়স ৫০ (পঞ্চাশ) বছর উত্তীর্ণ হলে তিনি প্রেষণ বা শিক্ষা ছুটি পাওয়ার যোগ্য হবেন না।

(ঞ) মেডিকেল কলেজের বেসিক সাইন্স ও অন্যান্য বিষয় সমূহে (পরিশিষ্ট- গ) প্রয়োজনীয় শিক্ষকের স্বল্পতা পূরণের লক্ষ্যে নীতিমালার ৩(ক) অনুচ্ছেদে বর্ণিত "চাকুরীর মেয়াদ ন্যূনতম ২ বছর পূর্ণ হওয়ার শর্ত " আপাততঃ শিথিল করে "চাকুরীর মেয়াদ নূন্যতম ১ বছর পূর্ন হওয়ার শর্ত " প্রযোজ্য হবে।

৩.১ . সাব-স্পেশালিটি (Sub-speciality)-কোর্সে প্রেষণ যোগ্যতা

(ক) কোন প্রার্থী পোস্ট গ্রাজুয়েশন/ এর ক্ষেত্রে জেনারেল ডিগ্রী অর্জনের পরই কেবল সাব-স্পেশালিটি ডিগ্রীর জন্য আবেদন করতে পারবেন (স্বাস্থ্য সার্ভিসে কর্মকর্তাদের বদলী/ পদায়ন নীতিমালা ২০০৮ এর অনুচ্ছেদ নং-৪.৩)। তবে জেনারেল ডিগ্রী অর্জনের ন্যূনতম তিন বছর পর সাব-স্পেশালিটি ডিগ্রীর জন্য আবেদনের সুযোগ পাবেন।

(খ) সাব-স্পেশালিটি কোর্সে আবেদন পত্রের সাথে প্রার্থী সাব-স্পেশালিটির জন্য পূর্ব শর্ত সমূহ পূরণ করেছেন মর্মে নির্দিষ্ট ফরম-এ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক সুপারিশ থাকতে হবে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন পত্র প্রেরণ করতে হবে।

(গ) এমডি/ এমএস করার পর পিএইচডি-কে Sub-speciality গণ্য করে প্রেষণ প্রদান করা হবে না।

৪. সাধারণ নিয়মাবলী

(ক) স্নাতকোত্তর কোর্সে অধ্যয়নরত/ ভর্তিকৃত/ নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা আন্তঃ কলেজ/ প্রতিষ্ঠানে কোন মাইগ্রেশন (Migration) এর সুযোগ পাবেন না।

(খ) কোন প্রার্থী একটি কোর্সে প্রেষণে থাকাকালীন সময়ে অন্য কোন কোর্সে ভর্তির সুযোগ পাবেন না এবং কোন প্রার্থী কোন একটি কোর্সে নির্বাচিত হয়ে প্রেষণ/ শিক্ষাছুটি প্রাপ্ত হলে তিনি অন্য কোন কোর্সে/ প্রতিযোগিতামূলক ভর্তি পরীক্ষায় প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবেও অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

(গ) প্রেষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তগণ ডিগ্রী অর্জন করার পর ন্যূনতম আরো ০৫ বছর সরকারী চাকুরী করবেন এই মর্মে মুচলেকা প্রদান করতে হবে **(পরিশিষ্ট-ঘ)** । কোন চিকিৎসক উক্ত ০৫ বৎসরের মধ্যে সরকারী চাকুরী ত্যাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি ১৫ (পনের) লক্ষ টাকা সরকারকে জমা প্রদান পূর্বক ইস্তফা পত্র দাখিল করতে পারবেন। এই নীতিমালা অনুযায়ী জানুয়ারি-২০১২ সেশন থেকে মুচলেকা নেওয়ার কার্যক্রম শুরু হবে।

(ঙ) কোন চিকিৎসক কোন কোর্সে প্রেষণ/ প্রশিক্ষণ/ শিক্ষা ছুটিতে থাকাকালীন সময় প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে পারবেন না।

৫. টিউশন ফি/ বেতন/ ভাতা ইত্যাদি

(ক) কোন সরকারী চিকিৎসক স্নাতকোত্তর কোর্সের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের জন্য কোন টিএ/ ডি এ পাবেন না।

(খ) কোর্স চলাকালে সরকারী চিকিৎসককে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে ওএসডি হিসেবে নিয়োগ করা হবে এবং তার পূর্ব পদ শূন্য বলে গণ্য হবে। প্রেষণ প্রাপ্তির পর কোর্সে তিনি বেতন ভাতাদি/ টিএ/ ডিএ প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী পাবেন। অর্থ বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে প্রেষণ প্রাপ্ত সরকারী চিকিৎসক বুক গ্রান্ট, থিসিস গ্রান্ট, পরীক্ষার ফি, সেন্টার ফি, ডিজারটেশন গ্রান্ট পাবেন।

৬. বিভিন্ন কোর্স ,আসন বিন্যাস,পরীক্ষা

(ক) মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্নাতকোত্তর কোর্স চালু আছে সে সকল প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কোর্সে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত আসন সংখ্যার বিপরীতে প্রার্থী নির্বাচন করা হবে।

(খ) স্নাতকোত্তর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় এর অনুমোদন সাপেক্ষে আসন সংখ্যা পরিবর্তন করা যাবে।

গ) বিভিন্ন স্নাতকোত্তর কোর্সে মেধার ভিত্তিতে সরকারী ও বেসরকারী প্রার্থীদের আসন সংখ্যা ৫০ : ৫০ হারে নির্ধারিত হবে । তবে সরকারী চিকিৎসকদের জন্য প্রযোজ্য কোটা পূর্ণ না হলে বেসরকারী চিকিৎসক দ্বারা আসন পূরণ করা যাবে। বিভিন্ন কোর্সের বিদ্যমান আসন সংখ্যা (পরিশিষ্ট –ঙ) এই নীতিমালার ৬(খ) অনুসারে পরিবর্তন যোগ্য।

(ঘ) প্রতিবছর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কত সংখ্যা চিকিৎসক কোন কোন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা/ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন তার সংখ্যা নির্ধারণ পূর্বক প্রয়োজনের নিরিখে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর যুক্তিসঙ্গত সময় পূর্বে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করবে এবং মন্ত্রণালয় থেকে তা পর্যালোচনা পূর্বক সংশ্লিষ্টদের জানিয়ে দেয়া হবে।

৭.বিভিন্ন কোর্সের বিষয়, মেয়াদ ও ছুটি

(ক) বিভিন্ন কোর্সের পর্বে মেয়াদ অনুযায়ী উক্ত মেয়াদসহ আরো অতিরিক্ত ২ (দুই) মাস প্রেষণ মঞ্জুর করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কোর্সের উল্লেখিত সময়ের মধ্যে পরীক্ষাসহ কোর্স কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন। থিসিস সম্পন্ন করার জন্য প্রাপ্য প্রেষণ সময়ের অতিরিক্ত কোন প্রকার ছুটি মঞ্জুর করা হবে না।

(খ) এমডি/ এমএস/ এমফিল/ এফসিপিএস বা সমপর্যায়ের কোর্সের পার্ট-১, পার্ট-২, পার্ট-৩ তিনটি পর্বের জন্য একসংগে প্রেষণ মঞ্জুর না করে প্রতিটি পর্বের জন্য কোর্সের মেয়াদ অনুযায়ী প্রেষণ মঞ্জুর করা হবে। কোন পর্ব / উত্তীর্ণ হবার পরই কেউ কোর্সের পরবর্তী পর্বের জন্য প্রেষণ প্রাপ্য হবেন।

(গ) রেসিডেন্সী প্রোগ্রামের ক্লিনিক্যাল বিষয়ে ফেজ এ (২ বছর), ফেজ বি (৩ বছর), বেসিক সাইন্স বিষয়ে ফেজ এ (২ বছর), ফেজ বি (১ বছর), প্যাথলজি বিষয়ে ফেজ এ (২ বছর), ফেজ বি (২ বছর) এবং ফার্মাকোলজি বিষয়ে ফেজ এ (১ বছর ৬ মাস বছর ফেজ বি (১ বছর ৬ মাস) এর জন্য মেয়াদ ভিত্তিক প্রেষণ মঞ্জুর করা হবে। একসংগে প্রেষণ মঞ্জুর করা হবে না। ফেজ এ উত্তীর্ণ হওয়ার পরই ফেজ বি তে প্রেষণ প্রাপ্য হবেন।

(ঘ) এফসিপিএস ১ম পর্বে সরাসরি পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ থাকায় এফসিপিএস ১ম পর্বে প্রেষণ বা কোন প্রকার ছুটি প্রদান করা হবে না; তবে ১ম পর্বে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। এফসিপিএস ২য় পর্বের কোর্স ১ (এক) বছর মেয়াদী হওয়ায় উক্ত কোর্স সম্পন্ন করার জন্য ১ (এক) বছরের প্রেষণ প্রদান করা যাবে। প্রেষণ শেষে অতিরিক্ত কোন প্রকার ছুটি প্রদান করা হবে না।

(ঙ) যে কোন কোর্সের কোন পর্বের জন্য প্রদত্ত প্রেষণ কাল সম্পূর্ণ ভোগ করার পরও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারলে উক্ত কোর্সে/ কোর্সের যে কোন পর্বের জন্য কোন প্রকার ছুটি মঞ্জুর করা হবে না। তবে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক পরীক্ষা অংশ গ্রহণের জন্য প্রাপ্যতা সাপেক্ষে অর্জিত ছুটি পেতে পারেন।

(চ) সাব-স্পেশালিটির (Sub-speciality) ক্ষেত্রে কোর্সের মেয়াদ অনুযায়ী প্রেষণ প্রাপ্য হবেন।

৮. প্রশিক্ষণের জন্য পদায়ন

(ক) জেলা পর্যায়ের হাসপাতালের Indoor Medical Officer, এ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিষ্ট্রার, মেডিকেল কলেজ ও বিশেষায়িত হাসপাতাল সমূহের বহিঃবিভাগ ও জরুরী বিভাগের মেডিকেল অফিসার, এ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিষ্ট্রার ও ইনডোর মেডিকেল অফিসার পদসমূহ ট্রেনিং পোস্ট হিসেবে বিবেচিত হবে। এইসব পোস্টে পদায়নের জন্য ট্রেনিং পদে পদায়নের নীতিমালা প্রযোজ্য হবে (স্বাস্থ্য সার্ভিসে কর্মকর্তাদের বদলী/ পদায়ন নীতিমালা ২০০৮ এর অনুচ্ছেদ নং-৩.৩)।

(খ) চিকিৎসকগণ পোস্ট গ্রাজুয়েশন ডিগ্রীর ১ম পর্ব উত্তীর্ণ হওয়ার পর ট্রেনিং পদে পদায়নের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর-এর চিকিৎসা শিক্ষা শাখায় বাধ্যতামূলক ভাবে রেজিস্ট্রেশন করবে। প্রশিক্ষণ পদে পদায়ন সিনিয়রিটি, পছন্দের স্থান ও পদ প্রাপ্তি সাপেক্ষে করা হবে (স্বাস্থ্য সার্ভিসে কর্মকর্তাদের বদলী/ পদায়ন নীতিমালা ২০০৮ এর অনুচ্ছেদ নং-৩.২)।

(গ) প্রশিক্ষণের জন্য পদায়নের মেয়াদ শেষ হওয়া মাত্র সংযুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে এবং সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক পদায়নকৃত কর্মস্থলে যোগদান করবে। যোগদান করতে ব্যর্থ হলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(ঘ) চাকুরী শুরু করার পূর্বে কোন চিকিৎসক স্নাতকোত্তর কোর্সের প্রথম পর্ব সমাপন করে থাকলে ০২ বছর ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চাকুরীকাল পূর্ণ করার পর প্রশিক্ষণ পদে পদায়নের সুযোগ পাবেন।

(ঙ) সাব-স্পেশালিটির ক্ষেত্রে পরিশিষ্ট-খ তে উল্লেখিত বিষয় সমূহে প্রশিক্ষণ পদের স্বল্পতা থাকায় বিষয় ভিত্তিক অনধিক ১০ জনকে পদায়ন বা সংযুক্তি দেয়া যাবে।

৯. প্রেষণ প্রদানের পদ্ধতি

(ক) প্রেষণ প্রদানের দীর্ঘসূত্রিতা নিরসনের লক্ষ্যে আগ্রহী প্রার্থীর ভর্তি পরীক্ষার পূর্বে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রেষণ নীতিমালার আলোকে সকল কাগজপত্র পরীক্ষা করবে। প্রেষণের জন্য নির্বাচিত প্রার্থীর তালিকা প্রয়োজনীয় সকল তথ্য ও কাগজপত্র (সফট কপিসহ), মহাপরিচালক স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিকট প্রেরণ করবে।

(খ) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কাগজপত্র প্রাপ্তির পর প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা পূর্বক প্রেষণ নীতিমালা অনুযায়ী প্রাপ্যতা নিরূপন করে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে তালিকা (সফট কপিসহ) মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

(গ) মন্ত্রণালয় প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করে প্রেষণ নীতিমালার আলোকে প্রেষণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১০. প্রেষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দায়িত্ব

স্নাতকোত্তর কোর্সে ২য় পর্ব/ ৩য় পর্ব/ ফেইজ-বি তে অধ্যয়নের জন্য প্রেষণ/ শিক্ষাছুটি প্রাপ্ত চিকিৎসকগণ তাদের নিজ নিজ কোর্সে পড়াশুনার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিভাগে উক্ত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

১১. শৃঙ্খলাজনিত ব্যবস্থা

(ক) প্রেষণ/ ছুটির প্রস্তাবের সাথে জীবন বৃত্তান্ত এবং ছুটি সংক্রান্ত নির্ধারিত ছকে ভুল তথ্যাদি/ অসম্পূর্ণ তথ্যাদি প্রদান করা হলে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর বিরুদ্ধে শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(খ) নীতিমালায় এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্যাদি গোপন রেখে কেউ কোন কোর্সে ভর্তির জন্য নির্বাচিত হলে তাকে সংশ্লিষ্ট কোর্সের জন্য প্রেষণ/ শিক্ষাছুটি প্রদান করা হবে না। এক্ষেত্রে তথ্য গোপনের কারণে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর বিরুদ্ধে শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১২. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম

(ক) পরিচালক (প্রশাসন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বিভিন্ন কোর্সে প্রেষণ প্রাপ্ত এবং প্রশিক্ষণের জন্য পদায়ন প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তালিকা তৈরী করবেন এবং কোর্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই প্রয়োজনীয় পদায়ন আদেশ জারী করবেন, যাতে করে কোর্স সম্পন্ন হওয়ার পর অপেক্ষমান না থেকে প্রত্যেক কর্মকর্তা তার পদায়নকৃত কর্মস্থলে যোগদান করতে পারেন।

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত প্রেষণ/ শিক্ষা ছুটি এবং প্রশিক্ষণের জন্য পদায়ন প্রদানের সরকারী আদেশ (জিও)-এর এক কপি পার অনুবিভাগ, পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা), পরিচালক (এমআইএস), স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে প্রদান করা হবে এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হবে। পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা) এবং পরিচালক (এমআইএস), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর দেশের অভ্যন্তরে উচ্চ শিক্ষার প্রেষণ/ শিক্ষা ছুটি/ প্রশিক্ষণের জন্য পদায়ন প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ডাটা বেজ হালনাগাদ করে সংরক্ষণ করবেন।

(গ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের চিকিৎসা শিক্ষা-১ শাখা প্রত্যেক সেশনে মঞ্জুরকৃত প্রেষণ/ শিক্ষা ছুটি প্রাপ্ত চিকিৎসকদের পৃথক পৃথক তালিকা সংরক্ষণ/ হালনাগাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৩. বিবিধ

(ক) এই নীতিমালায় উল্লেখ নাই এমন কোন বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(খ) এই নীতিমালা জারী হওয়ার পর পূর্ববর্তী সকল প্রেষণ সংক্রান্ত নীতিমালা বাতিল বলে গণ্য হবে।

(গ) পরিশিষ্ট সমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে প্রয়োজনের নিরিখে সংযোজন বিয়োজন করা হবে।

২৯.০৪.২০২২

(আক্তারী মমতাজ)
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও চিকিৎসা শিক্ষা)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

বিভিন্ন কোর্সের নাম ও মেয়াদ

ক্রঃ নং	কোর্সের নাম ও বিষয়	পার্ট-১ ফেজ-এ এর মেয়াদ	পার্ট-২ ফেজ-বি এর মেয়াদ	পার্ট-৩ থিসিস এর মেয়াদ
১	পিএইচডি	পিএইচডি- এর মেয়াদ ৩(তিন) বৎসর		
২	এমফিল (ক) এমফিল ফেজ-এ-ক্লিনিক্যাল প্যাথলজী	এমফিল ফেজ-এ-এর মেয়াদ ১ (এক) বৎসর ৬ (ছয়) মাস	এমফিল ফেজ-বি-এর মেয়াদ ১ (এক) বৎসর ৬(ছয়) মাস	
	(খ) এমফিল	এমফিল পার্ট-১ এর মেয়াদ ৬(ছয়) মাস	এমফিল –পার্ট-২ এর মেয়াদ-৬ (ছয়) মাস	এমফিল পার্ট-৩ এর মেয়াদ ১ (এক) বৎসর
৩	(ক) এমডি-ইন্টারনাল মেডিসিন/ কার্ডিওলজি/নিউরোলজী/ নেফ্রোলজী/ গ্যাস্ট্রোএন্টারলজী/হেপাটোলজী/ এন্ডোক্রাইনোলজী এন্ড মেটাবলজীম/ হেপাটোলজী এন্ড অনকোলজী/ পেডিয়াট্রিকস গ্যাস্ট্রোএন্টারলজী/ পেডিয়াট্রিকস নেফ্রোলজী/ ডার্মাটোলজী এন্ড ভেনেরিওলজী/ ফেজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলেটেশন/ সাইকিয়াট্রি/ রেডিওথেরাপী/ প্যাথলজী/ ফার্মাকোলজী/বাইয়োকেমিষ্ট্রি/ মাইক্রোবায়োলজী/ফিজিওলজী/ভাইরোলজী।	পার্ট-১ এর মেয়াদ ৬ (ছয়) মাস এমডি ফেজ-এ এর মেয়াদ-২ বৎসর এমডি-ফার্মাকোলজী ফেজ-এ এর মেয়াদ-২ বৎসর ৬ (ছয়) মাস।	পার্ট-২ এর মেয়াদ ৬ (ছয়) মাস এমডি ফেজ-বি এর মেয়াদ-৩ বৎসর এবং এমডি-(ফার্মাকোলজী)ফেজ-বি এর মেয়াদ-১ বৎসর ৬ (ছয়) মাস।	পার্ট-৩ এর মেয়াদ-২ (দুই) বৎসর।
	(খ) এমএস-জেনারেল সার্জারী/ নিউরো সার্জারী/অবসঃ ও গাইনোকোলজী/ অর্থো পেডিক্স সার্জারী/ পেডিয়াট্রিক্স সার্জারী/ ইউরোলজী/ কার্ডিওভাসকুলার এন্ড থোরাসিক সার্জারী/ অফথ্যালমোলজী/ কনজারভেটিভ ডেন্টিষ্ট্রি এন্ড এন্ডোডন্টিক্স/ওরাল এন্ড ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারী/ অর্থোডন্টিক্স/ প্রস্থোডন্টিকস এমডি-এ্যানেসথেসিওলজী/ রেডিওলজী এন্ড ইমেজিং	পার্ট-১ এর মেয়াদ ৬ (ছয়) মাস এমএস ফেজ-এ এর মেয়াদ-২ বৎসর এমডি-এ্যানেসথেসিওলজি/ রেডিওলজী এন্ড ইমেজিং ফেজ-এ এর মেয়াদ-২ বৎসর	পার্ট-২ এর মেয়াদ ৬ (ছয়) মাস এমএস ফেজ-বি এর মেয়াদ-৩ বৎসর এমডি-এ্যানেসথেসিওলজি/ রেডিওলজী এন্ড ইমেজিং ফেজ-বি এর মেয়াদ-৩ বৎসর	পার্ট-৩ এর মেয়াদ-২ (দুই) বৎসর।
৪	এফসিপিএস	এফসিপিএস-১ম পর্ব সরাসরি পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ আছে।	এফসিপিএস-২য় পর্বের মেয়াদ ১ (এক) বছর।	
৫	এমপিএইচ/ডিপ্লোমা কোর্স ডিপ্লোমা অর্থোপেডিক্স	এমপিএইচ/ডিপ্লোমা কোর্স এর মেয়াদ ১ (এক) বৎসর। ডিপ্লোমা অর্থোপেডিক্স এর মেয়াদ ২ (দুই) বৎসর		

সাব-স্পেশালিটি (Sub-speciality) বিষয় সমূহঃ

Sub-speciality				
ক্রমিক নং	সার্জিক্যাল	মেডিসিন	পেডিয়েট্রিক্স	অবসটেট্রিকস এন্ড গাইনিকোলজিক্যাল
১	ইউরোলজি	কার্ডিওলজি	নিওন্যাটোলজি	ফিটো-মেটারনাল মেডিসিন
২	নিউরো-সার্জারী	নেফ্রোলজি	পেডিয়াট্রিক হেমাটোলজি এন্ড অনকোলজি	গাইনিকোলজিক্যাল অনকোলজি
৩	কার্ডিওভাসকুলার সার্জারী	গ্যাস্ট্রোএন্টারলজি	পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজি।	রিপ্রোডাকটিভ এনডোক্রাইনোলজি এন্ড ইনফারটিলিটি
৪	থোরাসিক সার্জারী	নিউরো মেডিসিন	পেডিয়াট্রিক গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি	
৫	প্লাষ্টিক এন্ড রিকনষ্ট্রাকটিভ সার্জারী	হেপাটোলজি	পেডিয়াট্রিক পালমোনলজি	
৬	অর্থোপেডিক্স সার্জারী	এন্ডোক্রাইনোলজি এন্ড মেটাবলিজম	পেডিয়াট্রিক নিউরোলজি এন্ড ডেভেলপমেন্ট	
৭	পেডিয়েট্রিক্স সার্জারী।	পালমোনলজি		
৮		রিউম্যাটোলজি		
৯		ইনফেকসাজ ডিজিজ এন্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিন।		

পরিশিষ্ট-গ

বেসিক সাইন্স এর বিষয় সমূহঃ

১। Anatomy

২। Physiology

৩। Biochemistry

৪। Pharmacology

৫। Pathology

৬। Microbiology

৭। Forensic Medicine

অন্যান্য বিষয় সমূহঃ

১। Anesthesiology

২। Cardiothorasic Surgery.

পরিশিষ্ট-ঘ

[প্রেষণ নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৪ এর 'গ' দ্রষ্টব্য]

(১৫০/- টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে নোটারী পূর্বক)
দেশের অভ্যন্তরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের চিকিৎসকদের
উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য স্ব-স্বীকৃত ঘোষণাপত্র

আমি (নাম) ----------(কোড নং)----------
(পদবী)----------দপ্তর----------ফোন/মোবাইল নং----------
স্থায়ী ঠিকানা----------এই মর্মে ঘোষণা করছি যে,
(শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম/ঠিকানা)----------
----------এর ব্যবস্থাপনায়----------
----------মাস/বছর মেয়াদী----------
----------কোর্সে মনোনীত হয়েছি এবং আমার মনোনয়ন/ নির্বাচন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে আমি অঙ্গীকার করছি যে-

(১) কর্তৃপক্ষ ভিন্নরূপ আদেশ না দিলে কোর্স/ কর্মসূচি সমাপ্তির পরে নির্ধারিত সময়ে কর্মে প্রত্যাবর্তন করব;

(২) কোর্স/ কর্মসূচি চলাকালীন আয়োজনকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের শৃংখলা মেনে চলব এবং আমার চাকুরির সুনাম হানি হয় এরূপ কোন কার্যকলাপে সংশ্লিষ্ট হব না;

(৩) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করব;

(৪) উচ্চ শিক্ষা কোর্স থেকে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে প্রতিষ্ঠান/ সংস্থা আরোপিত সকল বকেয়া/দায় (যদি থাকে) পরিশোধ করব;

(৫) কোর্সে অংশগ্রহণকালে ব্যক্তিগত কোন আর্থিক দায়ে পড়লে আমি বা আমার পক্ষে কোন ব্যক্তি বা সরকারের নিকট কোন দাবি করব না। ডেপুটেশন/ শিক্ষা ছুটিতে থাকাকালে সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য প্রযোজ্য চাকুরী বিধিমালা আমি অনুসরণ করবো;

(৬) আমার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারি মামলা চলমান নেই।

(৭) প্রেষণ শেষ করে সরকারী চাকুরি হতে অব্যাহতি নিলে প্রেষণ নীতিমালা ২০১২ এর অনুচ্ছেদ নং- ৪ এর 'গ'-তে উল্লেখিত নিয়ম অনুযায়ী ১৫ লক্ষ টাকা বাংলাদেশ সরকারকে প্রদান করবো।

(৮) আমি এই ঘোষণার কোন শর্ত ভঙ্গ করলে সরকার বিধিমতে আমার বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

২। আমি প্রত্যায়ন করছি যে, উল্লিখিত ঘোষণা আমার স্বেচ্ছা-স্বীকৃত। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় স্ব-জ্ঞানে এই ঘোষণা পত্রে স্বাক্ষর করলাম।

ঘোষণাকারী কর্মকর্তার নাম ও স্বাক্ষর

স্থানঃ
তারিখঃ

সাক্ষী

১।

২।

বিভিন্ন কোর্সে বিদ্যমান আসন সংখ্যা

ক্রঃ নং	স্নাতকোত্তর প্রতিষ্ঠানের নাম	কোর্স এবং আসন সংখ্যা						
		এমএস	এমডি	এমফিল	ডিপ্লোমা	এমপিএইচ	অন্যান্য	মোট
১	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ, ঢাকা।	১৪০	১৫০	৭০	১০৬	০	এমটিএম ১০	৪৭০
২	বাংলাদেশ কলেজ অফ ফিজিশিয়ান এন্ড সার্জন, মহাখালী,ঢাকা	০	০	০	০	০	০	০
৩	সেন্টার ফর মেডিকেল এডুকেশন (সিএমই), মহাখালী,ঢাকা-১২১২	০	০	০	০	০	এমএমইডি ১৫	১৫
৪	ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা	৭০	১১০	৮৬	৮২	০৬	০	৩৫৪
৫	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।	২১	৩৬	১৮	৪০	০৫	০	১২০
৬	ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ, ময়মনসিংহ।	২২	৪০	৩৩	৫৯	০	০	১৫৪
৭	শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশাল	০৪	০	০৮	২২	০	০	৩৪
৮	চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম।	৩৭	৪৮	২৯	৪৮	০৩	০	১৬৫
৯	সিলেট এম,এ,জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ, সিলেট।	২০	১২	২৮	৪০	০	০	১০০
১০	রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী।	১০	১৯	২৫	৪১	০৫	০	১০০
১১	রংপুর মেডিকের কলেজ, রংপুর।	০৮	০৮	০৮	২২	০	০৪৬	৪৬
১২	বারডেম একাডেমী,শাহবাগ, ঢাকা।	১০	২২	১৫	১৪	০	০	৬১
১৩	জাতীয় হৃদরোগ ইনষ্টিটিউট এন্ড হাসপাতাল, শের-ই-বাংলা নগর,ঢাকা।-১২০৭।	২০	২০	০	১৪	০	০	৫৪
১৪	জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনষ্টিটিউট এন্ড হাসপাতাল(এনআইডিসিএইচ)	০৬	১৫	০	২০	০	০	৪১
১৫	শিশু হাসপাতাল, শিশু স্বাস্থ্য ফাউন্ডেশন,বাংলাদেশ ৬/২ বড়বাগ, মিরপুর-২,ঢাকা।	০	০	০	০৬	০	০	০৬
১৬	জাতীয় শিশু স্বাস্থ্য ইনষ্টিটিউট, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।	১০	১৫	০	১৫	০	০	৪০
১৭	জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনষ্টিটিউট,মহাখালী, ঢাকা।	০৬	১২	০	০	০	০	১৮
১৮	জনস্বাস্থ্য ইনষ্টিটিউট, মহাখালী, ঢাকা।	০	০	০৭	০	১৬৬	০	১৭৩
১৯	ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬	০৫	০৫	০	০	০	০	১০
২০	ইনষ্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার মেডিসিন এন্ড আলটাসাউন্ড ,ব্লক-ডি,বিএমএমএমইউ ক্যাম্পাস,শাহবাগ,ঢাকা	০	০	০	১০	০	০	১০
২১	শিশু মাতৃ ইনষ্টিটিউট, মাতুয়াইল, ঢাকা।	১০	১০	০	৩০	০	০	৫০
২২	জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল, শের-ই-বাংলা নগর,ঢাকা।	১০	০	০	১০	০	০	২০
২৩	মির্জা আহমেদ ইস্পাহানী ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল, শের-ই-বাংলা নগর,ঢাকা।	০	০	০	১০	০	০	১০
২৪	লায়ন চক্ষু ইনষ্টিটিউটও হাসপাতাল,লায়ন ভবন,রোকিয়া সরনী, আগারগাও,ঢাকা।	০	০	০	০৬	০	০	০৬
২৫	জাতীয় কিডনী হাসপাতাল (নিকডু), শের-ই-বাংলা নগর,ঢাকা-১২০৭।	০৬	০৯	০	০	০	০	১৫
২৬	জাতীয় পঙ্গু ও পুর্নবাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর), শের-ই-বাংলা নগর,ঢাকা-১২০৭।	৩০	০	০	১৫	০	০	৪৫
২৭	ঢাকা ডেন্টাল কলেজ,ঢাকা।	২২	০	০	০	০	০	২২
২৮	চট্টগ্রাম মা ও শিশু এবং জেনারেল হাসপাতাল,আগরাবাদ, চট্টগ্রাম।	০	০	০	০৬	০	০	০৬
২৯	জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনষ্টিটিউট, শের-ই-বাংলা, নগর, ঢাকা।	০	০৬	০	০	০	০	০৬

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

৩০	ইনষ্টিটিউট অফ হেলথ সাইন্স,(ইউএসডিসি),চট্টগ্রাম।	০	০৫	০	৪৫	০	০	৫০
৩১	জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউট,চট্টগ্রাম।	০	০	০	০৮	০	০	০৮
৩২	ইউনাইটেড হাসপাতাল লিমিটেড,প্লাট-১৫,রোড-৭১,গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।	০৬	০৬	০	০	০	০	১২
৩৩	শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ,বগুড়া।	০	০	০	১০	০	০	১০
	মোট=	৪৭৩	৫৩৮	৩২৭	৬৭৯	১৮৫	২৫	২২৩৭